তারিখ 23 OCT 2002
পৃষ্ঠা 12 কলাম 7

ভোরের কাগজ

মন্ত্রিসভায় নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর সনদে নীতিগত অনুমোদন

কাগজ প্রতিবেদক : নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোট সরকার। পাশাপাশি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি সনদ নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মন্ত্রিসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও মুদ্রাশশ শিক্ষা সংস্কার কমিটি এবং বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে মূলত শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সারা বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নজর রাখতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন শিক্ষানীতিতে যে বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে সেগুলো হচ্ছে– ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি, ইংরেজি, কৃষি ও পরিবেশ এবং কারিগরি শিক্ষা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরো জানায়, দুই সংস্কার কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নতুন শিক্ষানীতিতে চার স্তরবিশিষ্ট (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা) শিক্ষাব্যবস্থা বহাল রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ শিক্ষানীতিতে তিন স্তরবিশিষ্ট (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছিল। এ ছাড়া সংস্কার কমিটির দেওয়া সুপারিশের আলোকে নতুন শিক্ষানীতিতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে– উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটি এবং সমন্বয় কমিটি গঠন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সীমিত করা, সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যে কোনো চেষ্টার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ, কোচিং সেন্টার স্থাপনের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ওপর সরকারের সরাসরি তদারকির ব্যবস্থা, গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার এবং স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংস্কার ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। এরপর '৭৭, '৮৪ এবং '৮৭ সালে এ ব্যাপারে

● এরপর পৃ ১১ কলাম ১

মন্ত্রিসভায় নতুন শিক্ষানীতি

● শেষের পাতার পর

আরো কমিশন হয়। সর্বশেষ '৯৭ সালে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং ২০০০ সালে তৎকালীন মন্ত্রিসভা ঐ শিক্ষানীতির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। কিন্তু কোনো নীতিই এখনো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি।

বৈঠক সূত্রটি জানায়, শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বৈঠকের পর মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, কমিশন গঠন না করে কমিটি গঠন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতা এড়ানোর জন্যই মূল কমিটি গঠনের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

বৈঠক সূত্রটি আরো জানায়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চার্টার নীতিগতভাবে অনুমোদিত হওয়ায় ২০০৫ সালের মধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। বর্তমান প্রস্তাব মোতাবেক বগুড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রায় ৪০ একর জমির ওপর প্রাথমিকভাবে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ সরকার শুধুমাত্র জমি বরাদ্দ দেবে। সমুদয় অর্থ বিশ্বের বিভিন্ন

দাতাসংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। প্রতি বছর ?০০ ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ থেকে ২৫ শতাংশ ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে বলেও সূত্রটি জানায়।